"জন নিরাপত্তা বিধান ও সেবার মহান ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দিন"

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল (পুরুষ/নারী) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি - নভেম্বর, ২০১৫

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল পদের বিপরীতে নিয়োগের লক্ষ্যে ৮৫০০ জন পুরুষ এবং ১৫০০ জন নারী (মোট নিয়োগের ১৫%) সহ সর্বমোট ১০০০০ জন প্রার্থীকে বাছাই করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে শারীরিক মাপ ও শারীরিক পরীক্ষা সহ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে তাদের নিজ জেলাস্থ পুলিশ লাইন্স-এ (যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে-

১। প্রতি জেলার বিপরীতে নিয়োগযোগ্য ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল (পুরুষ/নারী) পদে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ লাইন্স ময়দানে আগ্রহী প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। উক্ত প্রার্থীদের শারীরিক মাপ ও শারীরিক পরীক্ষা নিজ জেলার বিপরীতে বর্ণিত তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে আরম্ভ হবে :

ক্রমিক	রেঞ্জ/বিভাগের নাম	জেলার নাম	নিয়োগযোগ্য পদ সংখ্যা		শারীরিক মাপ ও শারীরিক পরীক্ষার তারিখ	লিখিত পরীক্ষার তারিখ	মৌখিক পরীক্ষার তারিখ
			পুরুষ	নারী			
১.		ঢাকা	৫৯২	১০৪	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
২.		গাজীপুর	১৩৮	২৪	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৩.		মানিকগঞ্জ	৮৯	১৬	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৪.		মুন্সিগঞ্জ	৮৮	১৬	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৫.		নারায়নগঞ্জ	১৪৯	২৬	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৬.		নরসিংদী	১৩১	২৩	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৭.		ফরিদপুর	১২০	২১	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৮.		গোপালগঞ্জ	৭৯	১৪	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৯.	ঢাকা রেঞ্জ	মাদারীপুর	৭৭	১৪	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
১০.		রাজবাড়ী	৬৫	১২	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
১১.		শরীয়তপুর	৭৪	১৩	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
১২.		জামালপুর	১৪৪	২৬	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
১৩.		শেরপুর	৮৭	১৫	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
১৪.		কিশোরগঞ্জ	১৭৬	৩১	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
১৫.		নেত্রকোনা	১৩৬	২৪	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
১৬.		ময়মনসিংহ	৩০৬	৫৪	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
১৭.		টাংগাইল	২২৪	৪০	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
১৮.		চট্টগ্রাম	৪৪৯	৭৯	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
১৯.		কক্সবাজার	১২১	২১	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
২০.		খাগড়াছড়ি	৩৬	৬	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
২১.		বান্দরবান	২০	৪	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
২২.		রাংগামাটি	৩৬	৬	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
২৩.	চট্টগাম রেঞ্জ	কুমিল্লা	৩১৫	৫৬	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
২৪.		বি-বাড়ীয়া	১৬৩	২৯	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
২৫.		চাঁদপুর	১৫৪	২৭	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
২৬.		নোয়াখালী	১৭৭	৩১	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
২৭.		ফেনী	৮২	১৫	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
২৮.		লক্ষীপুর	১০২	১৮	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
২৯.		বগুড়া	২০৭	৩৭	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৩০.		জয়পুরহাট	৫৯	১০	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৩১.		পাবনা	১৪৯	২৬	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৩২.	রাজশাহী রেঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	১৮৪	৩২	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৩৩.		রাজশাহী	১৫৬	২৮	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৩৪.		নওগাঁ	১৬৪	২৯	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৩৫.		নাটোর	১০৪	১৮	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৩৬.		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯৮	১৭	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৩৭.		রংপুর	১৭৩	৩১	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৩৮.		গাইবান্ধা	১৪৬	২৬	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৩৯.		লালমনিরহাট	৭৬	১৩	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৪০.		কুড়িগ্রাম	১২১	২১	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৪১.	রংপুর রেঞ্জ	নীলফামারী	১০৭	১৯	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৪২.		দিনাজপুর	১৮১	৩২	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৪৩.		পঞ্চগড়	৫৮	১০	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৪৪.		ঠাকুরগাঁও	৮৩	১৫	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৪৫.		খুলনা	১৬১	২৯	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৪৬.		বাগেরহাট	১০৪	১৮	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৪৭.		সাতক্ষীরা	১২৭	২২	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৪৮.		যশোর	১৭০	৩০	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৪৯.	খুলনা রেঞ্জ	ঝিনাইদহ	১০৮	১৯	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৫০.		মাগুরা	৫৬	১০	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৫১.		নড়াইল	৪৮	৮	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৫২.		কুষ্টিয়া	১১৯	২১	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৫৩.		চুয়াডাংগা	৬৯	১২	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৫৪.		মেহেরপুর	৪০	৭	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৫৫.		বরিশাল	১৬১	২৯	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৫৬.		ভোলা	১১৭	২১	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৫৭.	বরিশাল রেঞ্জ	ঝালকাঠি	৪৮	৮	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৫৮.		পিরোজপুর	৭৬	১৩	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৫৯.		বরগুনা	৫৮	১০	০৭/১২/২০১৫	১০/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৬০.		পটুয়াখালী	১০০	১৮	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৬১.		সিলেট	১৭৫	৩১	০৩/১২/২০১৫	০৬/১২/২০১৫	১৩/১২/২০১৫
৬২.		হবিগঞ্জ	১২০	২১	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৬৩.	সিলেট রেঞ্জ	মৌলভীবাজার	১১০	২০	০৬/১২/২০১৫	০৮/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
৬৪.		সুনামগঞ্জ	১৩৭	২৪	০৫/১২/২০১৫	০৭/১২/২০১৫	১২/১২/২০১৫
		সর্বমোট	৮৫০০	১৫০০			

২। প্রার্থীর যোগ্যতা :

ক. বয়স :

(অ) সাধারণ/অন্যান্য কোটার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে বয়স হতে হবে- ১৮ হতে ২০ বছর (৩০/১১/১৯৯৭ খ্রি. হতে ৩০/১১/১৯৯৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে জন্ম)।

(আ) মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে ১/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১৮ হতে ৩২ বছর বয়স হতে হবে (৩০/১১/১৯৯৭ খ্রি. হতে ৩০/১১/১৯৮৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে জন্ম)। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সন্তানের ক্ষেত্রে ১/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১৮ হতে ২০ বছর বয়স হতে হবে। উল্লেখ্য, এসএসসি/সমমানের সার্টিফিকেটে উল্লিখিত জন্ম তারিখই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। বয়স গণনার ক্ষেত্রে কোন অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

খ. শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে (কমপক্ষে জিপিএ ২.৫/সমমান)।

গ. জাতীয়তা : প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে এবং যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সেই জেলাতেই ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল পদে নিয়োগের জন্য উপস্থিত হতে হবে।

ঘ. বৈবাহিক অবস্থা : অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে (তালাকপ্রাপ্ত নহে)।

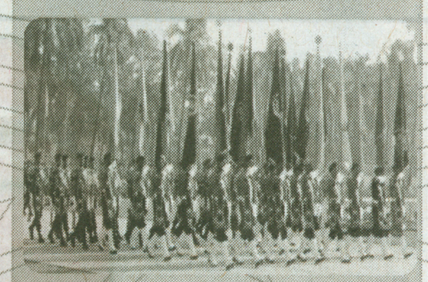

ঙ. শারীরিক মাপ :

(অ) সাধারণ ও অন্যান্য কোটা (পুরুষ) : উচ্চতা কমপক্ষে ৫´ ফুট ৬´´ ইঞ্চি বা ১.৬৭৬৪ মিটার এবং বুক স্বাভাবিক অবস্থায় ০.৭৮৭৪ মিটার বা ৩১´´ ইঞ্চি এবং সম্প্রসারিত অবস্থায় ০.৮০৮২ মিটার বা ৩৩´´ ইঞ্চি হতে হবে।

(আ) মুক্তিযোদ্ধা কোটা (পুরুষ) : শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা কমপক্ষে ৫´ ফুট ৪´´ ইঞ্চি বা ১.৬২ মিটার এবং বুক স্বাভাবিক অবস্থায় ০.৭৬২০ মিটার বা ৩০´´ ইঞ্চি এবং সম্প্রসারিত অবস্থায় ০.৮১২৮ মিটার বা ৩১´´ ইঞ্চি হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সন্তানদের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণ ও অন্যান্য কোটার পুরুষ প্রার্থীদের উচ্চতা ও বুকের মাপের শর্ত প্রযোজ্য হবে।

(ই) উপজাতীয় কোটা (পুরুষ) : উচ্চতা কমপক্ষে ৫´ ফুট ৪´´ ইঞ্চি বা ১.৬২ মিটার এবং বুক স্বাভাবিক অবস্থায় ০.৭৮৭৪ মিটার বা ৩১´´ ইঞ্চি এবং সম্প্রসারিত অবস্থায় ০.৮০৮২ মিটার বা ৩৩´´ ইঞ্চি হতে হবে।

(ঈ) নারী প্রার্থী (সকল কোটা) : উচ্চতা কমপক্ষে ৫´ ফুট ২´´ ইঞ্চি বা ১.৫৮ মিটার হতে হবে।

(উ) ওজন : বয়স ও উচ্চতার সাথে ওজন অনুমোদিত পরিমাপের হতে হবে (বডি মাস ইনডেক্স অনুযায়ী)।

৩। শারীরিক মাপ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে প্রার্থীদেরকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি সংগে আনতে হবে :

ক. প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদেরকে জেলার পুলিশ সুপার কর্তৃক সরবরাহকৃত আবেদন ফরম পূরণ করতঃ নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্রাদি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

খ. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র/সাময়িক সনদপত্রের মূলকপি।

গ. সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্রের মূলকপি।

ঘ. জেলার স্থায়ী বাসিন্দা/জাতীয়তার প্রমাণ স্বরূপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র/ওয়ার্ড কাউন্সিলর (যা প্রযোজ্য) এর নিকট হতে স্থায়ী নাগরিকত্বের সনদপত্রের মূলকপি।

ঙ. প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের মূলকপি। যদি প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকে সেক্ষেত্রে প্রার্থীর পিতা/মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের মূলকপি।

চ. সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি।

ছ. "পরীক্ষার ফি" ১০০/-(একশত) টাকা "১-২২১১-০০০০-২০৩১" নম্বর কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা পূর্বক চালানের কপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

জ. মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পিতা/মাতা/পিতামহ/মাতামহের নামে ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের মূলকপি, যা যথাযথভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত থাকতে হবে।

ঝ. মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হলে প্রার্থী যে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যার ঔরশজাত পুত্র-কন্যা এই মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র/ওয়ার্ড কাউন্সিলর (যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সন্তানদের ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট সম্পাদিত অ্যাফিডেভিট অথবা বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট উপস্থাপন করতে হবে।

ঞ. পুলিশ পোষ্য কোটার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর পিতা/মাতার নাম, পদবী (বিপি নম্বরসহ) উল্লেখপূর্বক কর্মরত জেলা/ইউনিটের প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি। যদি পুলিশ পোষ্য কোটায় কোন প্রার্থীর পিতা/মাতা অবসর/মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তবে এমন প্রার্থীর ক্ষেত্রে পিতা/মাতার সর্বশেষ কর্মস্থলের ইউনিট প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি।

ট. আনসার ও ভিডিপি কোটার প্রার্থীদের জন্য ৪১ (বিয়াল্লিশ) দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের সনদপত্রের মূলকপি।

ঠ. এতিম কোটার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি ও সরকারি নিবন্ধনপ্রাপ্ত এতিমখানার প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র/প্রশংসাপত্র-এর মূলকপি, যাতে প্রার্থী এতিম এবং প্রার্থীর পূর্বকালীন স্থায়ী ঠিকানা এবং এতিমখানা নিবাসের নিবন্ধনকৃত ব্যক্তিগত নম্বরও উল্লেখ থাকতে হবে।

ড. উপজাতীয় কোটার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের মূলকপি।

ঢ. সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকরিরত প্রার্থীদেরকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র সহ পরীক্ষার নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হতে হবে।

৪। পরীক্ষা পদ্ধতি :

ক. শারীরিক মাপ ও শারীরিক পরীক্ষা : প্রার্থীদেরকে প্রথমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ, সময়ে ও স্থানে বিধি মোতাবেক শারীরিক মাপ (দৌড়, রোপিং ও জাম্পিং ইত্যাদি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু করণসহ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ পূর্বক প্রার্থীদেরকে তা অবহিত করবেন। উল্লেখ্য, লিখিত, মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীকে অবশ্যই প্রবেশপত্র সংগে আনতে হবে।

খ. লিখিত পরীক্ষা : শারীরিক মাপ ও শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে নির্ধারিত তারিখে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময়ের ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উক্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৫% নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীগণ উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবেন।

গ. মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষা : লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে নির্ধারিত তারিখে ২০ নম্বরের মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রেও আলাদাভাবে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীগণ উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবেন।

৫। নির্বাচন পদ্ধতি :

ক. প্রতি জেলায় নিয়োগযোগ্য প্রকৃত শূন্য পদের বিপরীতে কোটার বিপরীতে লিখিত, মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী প্রার্থীদের প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হবে।

খ. পুলিশ ভেরিফিকেশনে সন্তোষজনক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হলে প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হবে। উল্লেখ্য, পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরমে কোন তথ্য গোপন অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হবে না।

গ. প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদানের পর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত পুন: বাছাই কমিটি কর্তৃক শারীরিক যোগ্যতাসহ অন্যান্য তথ্যাদি যাচাইয়ের পর চূড়ান্তভাবে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬। প্রশিক্ষণ : বাছাই কমিটি কর্তৃক পুন: বাছাইকালে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীগণ নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল (পুরুষ/নারী) হিসেবে ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৭। প্রশিক্ষণকালীন সুযোগ সুবিধা :

ক. ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল (পুরুষ/নারী) প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রশিক্ষণকালীন বিনামূল্যে পোষাক সামগ্রীসহ থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হবে।

খ. এছাড়াও প্রশিক্ষণকালীন প্রতি মাসে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্য হবে।

৮। নিয়োগ ও চাকরির সুবিধাদি :

ক. সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ২০০৯ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের ১৭তম গ্রেড: ৪৫০০-২৪০X৭-৬১৮০-ইবি ২৬৫X১১-৯০৯৫/- টাকা এবং বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য বেতন-ভাতাদিসহ পুলিশ বাহিনীতে কনস্টবল পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

খ. নিয়োগ প্রাপ্তদেরকে যে কোন জেলা/ইউনিটের শূন্য পদের বিপরীতে বদলী করা হলে, তারা উক্ত জেলা/ইউনিটে কনস্টবলের শূন্য পদে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে।

গ. ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল (টিআরসি)-এর মৌলিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপনান্তে জেলা/ইউনিটে যোগদানের তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিট প্রধান কর্তৃক তার শিক্ষানবিসকাল ঘোষণা করা হবে। দুই বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিট প্রধান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তাকে কনস্টবল পদে স্থায়ী করা হবে।

ঘ. বিনামূল্যে পোষাক সামগ্রী, ঝুঁকি ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা এবং নিজ ও পরিবারের নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যদের জন্য প্রাপ্যতা অনুযায়ী পারিবারিক রেশন সামগ্রী স্বল্প মূল্যে প্রাপ্য হবে।

ঙ. প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উচ্চতর পদে পদোন্নতিসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৯। কোটা পদ্ধতি : সরকারি নীতিমালা মোতাবেক বিভিন্ন কোটা পদ্ধতি (সাধারণ, মুক্তিযোদ্ধা, আনসার ও ভিডিপি, এতিম, পোষ্য এবং উপজাতীয় ইত্যাদি কোটা) অনুসরণ করা হবে।

১০। সাধারণ নির্দেশনাবলী :

ক. কর্তৃপক্ষ সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

খ. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রার্থী কর্তৃক প্রদেয় তথ্যাদি সম্পর্কে তদন্তে কিংবা তদন্ত পরবর্তীতে কোন বিরূপ প্রতিবেদন পাওয়া গেলে উক্ত প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ হতে অব্যাহতি/চাকরিচ্যুত/চাকরি হতে বরখাস্তকরণসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ. মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের পিতা/মাতা/পিতামহ/মাতামহের অনুকূলে দাখিলকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র যাচাইঅন্তে সঠিক পাওয়া না গেলে তাদেরকে প্রশিক্ষণ হতে অব্যাহতি/চাকরিচ্যুত/চাকরি হতে বরখাস্তকরণ সহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে একবার জাল/ভূয়া প্রমাণিত হলে তা পুন:যাচাইয়ের কোন সুযোগ থাকবে না।

ঘ. চাকরিতে প্রবেশকালীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি (বিভিন্ন সনদ/প্রত্যয়নপত্র) ব্যতিরেকে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নের পরে ইস্যুকৃত বা নতুনভাবে অন্য কোন কাগজপত্রাদির ভিত্তিতে কনস্টবল পদে নিয়োগ প্রদানের কোন সুযোগ নেই।

ঙ. সমযোগ্যতার ক্ষেত্রে অধূমপায়ীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

চ. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ/বিলম্বে প্রাপ্ত কিংবা মিথ্যা তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনপত্রে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত আবেদিত প্রার্থী প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/নিয়োগকৃত/প্রশিক্ষণরত/চাকরিরত অর্থাৎ যে কোন পর্যায়ে নিয়োগের অযোগ্য/বহিষ্কার/চাকরিচ্যুত/বরখাস্তসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছ. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন প্রার্থীর নিয়োগ/আবেদনপত্র বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

জ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদেরকে কোন প্রকার ভাতা প্রদান করা হবে না।

মো: মনিরুল ইসলাম
বিপি ৬৯৯৯১১৯৭৭৩
এআইজি (রিক্রুটমেন্ট এন্ড ক্যারিয়ার প্ল্যানিং)
বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বি. দ্র. ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টবল (পুরুষ/নারী) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন এ জড়িত এবং প্রতারিত হবেন না। কোনো প্রার্থী তদবির করলে তা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং প্রার্থীর চরম অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হবে।